সংবাদ
তারিখ ... 30 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচির বাস্তবায়ন

মো. সাইফুল ইসলাম

শিক্ষা সার্বজনীন মানবাধিকার। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানে সবার জন্য সমতাভিত্তিক, মানসম্মত শিক্ষা লাভের অধিকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে এবং ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন (বাধ্যতামূলক) জারি হওয়ার পর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৫ সালের সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০ হাজার ৪০১টি। এর মধ্যে স্কুল গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা ১.৭৩.১৫,২৯৬ জন। তার মধ্যে স্কুলে যায় ১,৬২.২৫.৬৫৮ জন। স্কুলে যায় না এমন শিশুর সংখ্যা ১০.৮৯.৬৩৮। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করার আগেই ৪৬% শিক্ষার্থী বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ছে। দরিদ্র পরিবারের অনেক শিশুই রোজগারের মাধ্যমে পিতা-মাতার সংসার চালাতে সহায়তা করে। এটিই পরে তাদের পেশা হয়ে দাঁড়ায়। এসব শিশুর স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও দরিদ্রতার কারণে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের কাজ করতে হয়। তা-না হলে অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা ও পুষ্টি

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ শিক্ষার্থী আসে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। বিশ্ব ব্যাংকের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫৫ শতাংশ শিশু মাঝারি থেকে গুরুতর অপুষ্টির শিকার। প্রায় ৫৬ শতাংশ শিশু বয়সের তুলনায় কম ওজনের। এক জন শিশুর জন্য নিয়মিত প্রোটিনসহ সুষম খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। ৫ থেকে ১২ বছর বাড়ন্ত শিশুদের গঠন ও মেধা বিকাশের জন্য ১৮২০-২১৯০ কিলো ক্যালরি খাবার প্রয়োজন। তা না হলে মেধা, মননের পরিপূর্ণ বিকাশ, কর্ম প্রেরণা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনে তারা পরিস্ফুটিত হতে পারে না।

স্কুল ফিডিংয়ের যৌক্তিকতা

আমাদের দেশের বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্কুলে টিফিন নিয়ে আসতে পারে না। ক্ষুধার কারণে ক্লাসে লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারে না। এ অবস্থায় তাদের পক্ষে মনোযোগ সহকারে স্কুলে দীর্ঘ সময় পড়াশোনা করা সম্ভব হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহানি শিক্ষার গুণগতমান অর্জনের পথে অন্তরায়। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে যদি স্কুল ফিডিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয় তা হলে ছাত্রছাত্রীরা সবার ক্লাসের মতো বিকেলের ক্লাসগুলোতেও সমান মনোযোগ দিতে পারবে শিক্ষার্থীদের স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে, আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে শিশুরা পাঠগ্রহণে অধিক মনোযোগী হবে। স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক স্কুল ত্যাগের প্রবণতা দূর হবে। ঝরেপড়া শিশুরা উৎসাহ পেয়ে আবার নিয়মিত স্কুলে আসবে। শিশুদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশের পুষ্টি সমস্যা সমাধান হবে। স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি পাবে এবং যে সব দরিদ্র পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে শিশুশ্রমে নিয়োজিত করতেন তারা শিশুদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হবেন।

পিআরএসপির আলোকে প্রস্তাবিত স্কুল ফিডিং

সরকার দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) স্কুল ফিডিং কর্মসূচির একটি সম্ভাব্য বাজেট দিয়েছে—

স্কুল ফিডিং সম্পর্কে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে বলা হয়েছে যে, এই প্রকল্প ২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৫ বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হবে, প্রকল্পের সময়সীমায় প্রতি বছর ৮০% শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিংয়ের সুবিধাভোগী হবে। বছরে বিদ্যালয়ের মোট কর্মদিবস ২০০ ধরা হয়েছে। স্কুল ফিডিং ব্যবস্থায় দুই ধরনের বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম বাজেট প্রস্তাবে প্রতি শিক্ষার্থী বরাদ্দ ১০ টাকা এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে ৫ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম ২০০৫ সাল থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কার্যক্রম শুরু হয়নি।

প্যাকেট খাবার ও রান্না করা খাবারের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য

স্কুল ফিডিং ব্যবস্থায় রান্না করা খাবারের চেয়ে যদি প্যাকেট খাবার সরবরাহ করা হয় তা হলে যে ধরনের সুবিধা হবে তা হলো প্যাকেট খাবার বিতরণ করা সহজ। স্কুলের পরিবেশ নোংরা হবে না, বিতরণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না, শিক্ষার্থীদের জামা-কাপড় নোংরা হওয়ার সম্ভাবনা কম। রান্না করা স্কুল ফিডিং সরবরাহ করা হলে অনেক জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন, স্কুলের নিকট রান্নাঘর তৈরি, অতিরিক্ত লোক নিয়োগ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা রান্না খাবার খাওয়ার সময় জামা কাপড় নষ্ট করে ফেলবে। থালা, গ্লাস, জগ, স্কুলে চাল, ডালসহ অন্যান্য উপকরণ রাখার জন্য আলাদা কক্ষের প্রয়োজন হবে।

কমিউনিটিভিত্তিক স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ব্যবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান

স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে একদিকে বিদ্যমান পুষ্টির চাহিদা মেটায় এবং অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। যদি প্যাকেট খাবার এবং কমিউনিটিভিত্তিক স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় এবং এর সঙ্গে অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছেন তাদের স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় তা হলে এসব জনগোষ্ঠীর একদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী, সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (২ থেকে ২.৫ কিলোমিটার) ২৫ জন দরিদ্র পরিবারের সদস্য নিয়ে স্কুল ফিডিং বিতরণ দল গঠন করা যেতে পারে। এই দলের সদস্যদের মাসব্যাপী পুষ্টি ও আইজিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া। বর্তমান বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০৪০১টি। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি করে স্কুল ফিডিং বিতরণ কারী দল গঠন করা হয়, তা হলে ২০.১০.০২৫ জন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জন গোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্যের মাধ্যমে স্কুল ফিডিং তৈরি

স্কুল ফিডিং বিতরণকারী দল শিক্ষার্থী পিছু প্রতিদিন সার্ভিস চার্জসহ ১১ টাকার মধ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্যের মাধ্যমে স্কুল ফিডিং সরবরাহ করতে পারবে এবং স্কুল ফিডিং ব্যবস্থায় প্রতি দিন চালের পিঠা ও চিনি/গুড় থাকবে এবং সাপ্তাহিক রুটিন অনুসারে একেক দিন ডিম, কলা ও দুধ বিতরণ করা হয় তা হলে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা স্কুল ফিডিং কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৮৩ কিলো ক্যালোরি পাবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন এক দিকে অপুষ্টি থেকে রক্ষা পাবে এবং স্কুল চলাকালে পাঠদানে মনোযোগী হবে। খাদ্য শক্তির দিক দিয়ে একটি ডিমে ১৭৩ কিলো ক্যালোরি যার মূল্য ০৫ টাকা, একটি কলা ১০৯ কিলো ক্যালোরি মূল্য ০৪ টাকা, দুধ ২০০ মিলি. ১৩৪ কিলো কিলোরি মূল্য ৬ টাকা, চালের পিঠা ১০০ গ্রাম ৩৪৬ কিলো ক্যালরি মূল্য ৪ টাকা, চিনি/গুড় ২০ গ্রাম ৯৯ কিলো ক্যালোরি মূল্য ২ টাকা।

স্কুল ফিডিং কার্যক্রম মূল খাদ্য হিসেবে নয় সম্পূরক খাবার হিসেবে হবে। পিআরএসপিতে স্কুল ফিডিং ব্যবস্থায় ১ম প্রস্তাবে ১০ টাকা ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে ৫ টাকায় কি ধরনের খাদ্য দেয়া হবে তা উল্লেখ নেই। কমিউনিটিভিত্তিক স্কুল ফিডিং কর্মসূচির প্রস্তাবিত ১১ টাকার মধ্যে উল্লেখিত খাবার বিতরণ করলে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা ৫৮৩ কিলো ক্যালোরি পাবে এবং কমিউনিটি উদ্যোক্তারা প্রতি শিক্ষা পিছু ২ টাকা করে সার্ভিস চার্জ পাবে।

কমিউনিটিভিত্তিক স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ব্যবস্থায় যে ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে

দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় থাকবে, কোন সংস্থা বা কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারবে না, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি রাজনৈতিক দলীয়করণ ও প্রভাব মুক্ত থাকবে, ভেজাল মুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে, বিতরণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা থাকবে ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

স্কুল ফিডিং বিতরণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা

স্কুল ফিডিং বিতরণ ও মনিটরিং ব্যবস্থায় এসএমসি, শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা যদি জড়িত থাকে তাহলে স্কুল ফিডিং খাদ্যের মান নিশ্চিত হবে, বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় থাকবে ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। কোন শিশু খাবার থেকে বাদ যাবে না। বিতরণ ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব হবে না।

সুপারিশগুলো

ক. স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের সঙ্গে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা খ. কমিউনিটি ভিত্তিক স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন গ. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সরকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিটি স্কুলে ক্যাচমেন্ট এলাকায় গবাদি পশুর ও হাঁস-মুরগি খামার গড়ে তোলা ঘ. স্থানীয় উৎপাদিত খাদ্যের মাধ্যমে তৈরি স্কুল ফিডিং বিতরণ করা।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু রয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারসহ সমাজের সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। মূলত রাষ্ট্রের উদ্যোগেই কার্যক্রম চলবে। বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষ জনশক্তি। সামাজিক- অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত সব শিশুর উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনা এবং জ্ঞানভিত্তিক, গুণানমৃদ্ধ, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক।

[লেখক : শিক্ষা উন্নয়ন কর্মী]